তাগিদপত্র-০৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০০০.০৩২.৩৮.০০১৩.১৯.৭০ তারিখ : ২৩ আগস্ট ২০২৬

বিষয়: বজ্রপাতের ঝুঁকি নিরসনে জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম।

সূত্রঃ (ক) অধিদপ্তরের স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০৩২.৩৮.০১৩.১৯.৮; তারিখ-১৬-০৩-২০২৬খ্রি.
(খ) স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০৩২.৩৮.০১৩.১৯.১১; তারিখ-১৫-০৪-২০২৬খ্রি.
(গ) স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০৩২`.৩৮.০১৩.১৯.১৪; তারিখ-০৫-০৫-২০২৬খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সুত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার কর্তৃক ২০১৬ সালে বজ্রপাতকে জাতীয় দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এ প্রেক্ষিতে বজ্রপাতজনিত জনসচেনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম অত্যন্ত জরুরি ও কার্যকর। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯ (SOD) অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে জনগণকে সচেতনা করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে ১ ও ২ নং স্মারকের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকগণকে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ করা হয়েছিল। চলতি মৌসুমে বজ্রপাতের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় বজ্রপাতের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকল্পে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে :

ক) উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও মাসিক সমন্বয় সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক/ চেয়ারম্যানগণের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা পরিচালনা করা;
খ) উপজেলার এনজিও বিষয়ক মাসিক সমন্বয় সভায় বজ্রপাতজনিত ঝুঁকি ও করনীয় বিষয়ে একটি বিশেষ আলোচ্যসূচি;
গ) বজ্রপাতকালীন করণীয় বিষয়ক সচেতনতামূলক লিফলেট, পোস্টার ইত্যাদি প্রস্তুতি ও বিতরণের ব্যবস্থা করা;
ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দিরসহ অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয় এবং জনসমাগমস্থলে বজ্রপাত সংক্রান্ত সতর্কীকরণ বার্তা নিয়মিত প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
ঙ) হাওর ও উন্মুক্ত এলাকায় কর্মরত কৃষক ও মৎস্যজীবিদের জন্য বিশেষ সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা;
চ) স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের সমন্বয়ে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম জোরদার করা;
ছ) সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর, সংস্থা ও এনজিওর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করা; এবং
জ) গৃহীত কার্যক্রমের উপর মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা।

২। এমতাবস্থায়, বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বজ্রপাতে সচেতনামূলক বার্তা -০১ ফর্দ।

২৩/০৮/২০২৫

(পরিতোষ হাজরা)
(যুগ্মসচিব)
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
ফোনঃ ২২২২৯৮৭২৫
ddmitigation@ddm.gov.bd

বিতরণ:

১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার,..(সকল)
২। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ...(সকল)

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
০১। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
০৩। মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা
০৪। মহাপরিচালক কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
০৫। মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, গাইড হাউস (৭ম এবং ১০ম তলা), নিউ বেইলি রোড, ঢাকা-১০০০
০৬। মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ১২০৭, ঢাকা
০৭। বিভাগীয় কমিশনার,.. (সকল)
০৮। পরিচালক, (সকল)..দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা
০৯. জেলা প্রশাসক,...(সকল)
১০। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
১১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
১২। প্রোগ্রামার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৩। জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা, (সকল) জেলার গৃহীত কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতি মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)
১৪। মহাপরিচালক,মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর,ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১৫। অফিস কপি

F:\MURSHEDA-06-05-25\"দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বার্তা"তাগিদপত্র-১.docx

বজ্রবৃষ্টি ও বজ্রপাত
যা জানা প্রয়োজন

মনে রাখবেন

১. এপ্রিল-জুন মাসে বজ্রপাত বেশি হয়;
২. বজ্রপাত সাধারণত ৩০-৪৫ মিনিট স্থায়ী হয়। এ সময়টুকু ঘরে অবস্থান করতে হবে;
৩. ঘনকালো মেঘ দেখলে সমুদ্র, নদী, পুকুর, ডোবা বা জলাশয় থেকে দূরে থাকতে হবে;
৪. প্রতিটি বাড়িতে/ ভবনে বজ্র নিরোধক দন্ড স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে।

বজ্রপাতের সময় নিরাপদ থাকতে করণীয়:

ঘরের ভিতর

১. বাড়ির ধাতব দরজা-জানালা, সিঁড়ির রেলিং, পানিকল, পাইপ ইত্যাদি ধরবেন না এবং জানালার কাছাকাছি ও বারান্দায় থাকবেন না; অবশ্যই জানালা বন্ধ রাখুন।
২. বৈদ্যুতিক সংযোগযুক্ত সকল উপকরণ (টিভি, ফ্রিজ, কম্পিউটার, ল্যান্ড ফোনসহ অন্যান্য উপকরণ) ধরা থেকে বিরত থাকুন এবং বাড়িতে যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সবাই এক কক্ষে না থেকে আলাদা আলাদা কক্ষে অবস্থান করুন;
৩. ঝর্ণা/বাথটাবে গোসল করবেন না। ঘরের মেঝেতে শুয়ে পড়বেন না বা শুয়ে থাকবেন না।

ঘরের বাইরে

১. যত দ্রুত সম্ভব দালান বা পাকা ভবনের নিচে আশ্রয় নিন। টিনের চালার ঘর যথাসম্ভব এড়িয়ে চলুন;
২. উঁচু গাছপালা, খোলা স্থানে, বিচ্ছিন্ন যাত্রী ছাউনি, বিদ্যুতের লাইন বা বিদ্যুতের খুঁটি, মোবাইল টাওয়ার প্রভৃতি থেকে দূরে থাকুন;
৩. সাঁতার কাটা, খোলা মাঠে খেলাধুলা করা, ছাউনি বিহীন নৌকায় ভ্রমণ থেকে বিরত থাকুন;
৪. সমুদ্র বা নদীতে থাকলে মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকার ছাউনির নিচে অবস্থান করুন;
৫. মাটর সাইকেল, বাই সাইকেল, বা খোলা কোন যানবাহনে ভ্রমণ করবেন না। বাস, মোটরগাড়ি বা লঞ্চে থাকলে ধাতব অংশ ধরা থেকে বিরত থাকুন;
৬. খোলা স্থানে অনেকে একত্রে থাকলে পরস্পর থেকে অন্তত ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে সরে যান;
৭. ধানক্ষেত বা খোলা মাঠে থাকলে তাড়াতাড়ি কানে আঙুল দিয়ে পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে নিচু হয়ে বসুন;
৮. বজ্রপাতে আহত ব্যক্তিকে বৈদ্যুতিক শকের প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা দিন ও প্রয়োজনে হাসপাতালে প্রেরণ করুন। বজ্রাহত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃদস্পন্দন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করুন।

যেকোন মোবাইল ফোন থেকে ১০৯০ চেপে জরুরি আবহাওয়া বার্তা জেনে নিন
শেষ বজ্রপাত হবার পর অন্তত ৩০ মিনিট নিরাপদ আশ্রয়ে থাকুন

প্রচারে: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়